বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

সমাজবিজ্ঞান [২য় পত্র]

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার বিকাশ

মডেল প্রশ্ন- ০১

মিমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয়ে ভর্তি হয়েছে তার আনুষ্ঠানিক পাঠদান শুরু হয়েছিল ১৯২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দর্শন বিভাগের সাথে। তবে ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে বিষয়টির স্বতন্ত্র যাত্রা শুরু হয়। আমাদের দেশের সমাজ জীবন সম্পর্কে জানতে বিষয়টির পাঠ গুরুত্বপূর্ণ।

গ) উদ্দীপকের মিমি যে বিষয়ে অধ্যয়ন করছে , বাংলাদেশে তার বিকাশধারা আলোচনা করো।

ঘ) উক্ত বিষয়ে অধ্যয়ন করে মিমি কী জ্ঞান অর্জন করতে পারে? মতামত দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

★ "রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল " ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠা করেন।

★ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের জনক- ড.একে নাজমুল করিম।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

★ ড. একে নাজমুল করিম বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের জনক :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সমাজবিজ্ঞানকে দর্শনের সাথে পড়ানো হলেও এটি স্বতন্ত্র কোন বিষয় ছিল না।

বরং ড. একে নাজমুল করিমের প্রচেষ্টায় ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র/ আলাদা বিষয় হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের পাঠদান শুরু হয়, তাই ড. একে নাজমুল করিম কে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

উদ্দীপকের মিমি যে বিষয়ে অধ্যয়ন করছে তা হলো সসমাজবিজ্ঞান। একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশধারা নতুন।

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশধারা:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সমাজবিজ্ঞান দর্শনের সাথে পড়ানো হতো। তবে এটি আলাদা কোন বিভাগ ছিলনা। পরবর্তীতে এটিকে রাজনীতিবিজ্ঞানের সাথেও পড়ানো হয়। মূলত ১৯৫০ সালের দিকে ড. একে নাজমুল করিম ও অধ্যাপক অজিৎ কুমার সেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খোলার প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা ইউনেস্কো প্রতিনিধি প্রফেসর লেভি স্ট্রসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খোলতে সম্মত করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনেস্কোর যৌথ প্রচেষ্টায় ১০৫৭-৫৮ শিক্ষা বর্ষে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এই বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হলেন ইউনেস্কো বিশেষজ্ঞ ফরাসী নৃবিজ্ঞানী পেরী বেসাইনি।

পরবর্তীতে বিষয়টি দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়ানো শুরু হলে এর অধ্যয়ন ও গুরুত্ব ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

এভাবে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বিকাশ লাভ করে।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

মিমি সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে বাংলাদেশের সমাজজীবন ও আন্তর্জাতিক সমাজজীবন, সংস্কৃতি ও সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে যা জানা যাবে:

★ সমাজ কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ সামাজিক সম্পর্কের ধরণ গুলো জানতে পারবে।

★ সামাজিক সমস্যা গুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

★ সামাজিক সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবতে পারবে।

★ সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা জানতে পারবে।

★ নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা , অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মিমি সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে নিজেকে সমাজের একজন দক্ষ দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। অতএব সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজের প্রত্যেক সদস্যদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।।

বি:দ্র: মূল পাঠ্যবই পড়ে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের আরো উত্তর নিয়ে নোট তৈরি করবে।

মডেল প্রশ্নঃ ০২

★ নাজমুল করিম ★ অজিৎ কুমার সেন ★ পেরী বেসাইনি ★ লেভি স্ট্রস >> [?]

গ) উদ্দীপকের [?] চিহ্ন কোন বিষয়ের নির্দেশ করে? তার পরিচয় দাও।

ঘ) বাংলাদেশে উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়ের প্রতিষ্ঠায় কার অবদান সর্বাধিক? তোমার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করো।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

★ লেভি স্ট্রস ও পেরি বেসাইনি = ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ও ইউনেস্কো বিশেষজ্ঞ ।

★" সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ" গ্রন্থের লেখক, নাজমুল করিম।

★ "আইন-ই-আকবরি " গ্রন্থের লেখক, আবুল ফজল।

★ "অর্থশাস্ত্র " গ্রন্থের লেখক, কৌটিল্য।

★ "ভারততত্ত্ব" গ্রন্থের লেখক, আল বেরুনী।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

সমাজবিজ্ঞান একটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান:
সমাজবিজ্ঞান সমাজের সমস্যা, সমস্যার ধরন- প্রকৃতি, সমস্যার উৎপত্তি, সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও অধ্যয়ন করে। এসকল সামাজিক বিষয়াদি সমাজবিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে তথ্য- উপাত্ত দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে । এখানে গবেষণক পক্ষ অবলম্বন না করে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ফলাফল প্রকাশ করে ।
তাই সমাজবিজ্ঞানকে একটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বলা হয়।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

উদ্দীপকের [?] চিহ্ন সমাজবিজ্ঞান বিষয়টিকে নির্দেশ করে।
কারন, ড. একে নাজমুল করিম, অজিৎ কুমার সেন, লেভি স্ট্রস ও পেরী বেসাইনি এই নাম গুলো মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। তাদের প্রচেষ্টায় ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান একটি আলাদা বিষয় হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে।
সমাজবিজ্ঞান: সমাজবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Sociology এটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। তা হলো Socious -সঙ্গী- সাথী, আর Logic - বিজ্ঞান । যেহেতু সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সমাজ সুতরাং Sociology শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সমাজবিজ্ঞান।
Max waber এর মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান।

আমরা জানি, সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল। যে সম্পর্কের মধ্যে আমরা সবাই বসবাস করি। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করে।
অতএব বলা যায়, যে বিজ্ঞান সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক, মানুষের সামাজিক ক্রীয়াকর্ম অধ্যয়ন করে তাকে সমাজবিজ্ঞান বলে।
মানব সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা,
সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন প্রয়োজন।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাক্তিদের মধ্যে ড. একে নাজমুল করিম এর ভূমিকা সর্বাধিক।
★ ড. একে নাজমুল করিম বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের জনক :
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সমাজবিজ দর্শ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সমাজবিজ্ঞান দর্শনের সাথে পড়ানো হতো। তবে এটি আলাদা কোন বিভাগ ছিলনা। পরবর্তীতে এটিকে রাজনীতিবিজ্ঞানের সাথেও পড়ানো হয়। মূলত ১৯৫০ সালের দিকে ড. একে নাজমুল করিম ও অধ্যাপক অজিৎ কুমার সেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খোলার প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা ইউনেস্কো

প্রতিনিধি প্রফেসর লেভি স্ট্রসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খোলতে সম্মত করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনেস্কোর যৌথ প্রচেষ্টায় ১০৫৭-৫৮ শিক্ষা বর্ষে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

এ প্রক্রিয়ায় ড. একে নাজমুল করিম স্যারের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক । তাই তাকে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

আজ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সমাজবিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়। এর পেছনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এতে ড. একে নাজমুল করিম স্যারের ভূমিকা সর্বাধিক।।

মডেল প্রশ্ন: ০৩

সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা আরিয়ানকে কষ্ট দেয়। তাই সে এসব সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে চায়। বিষয়টি আরিয়ান তার বাবার সাথে আলাপ করলে তার বাবা একটি বিষয় অধ্যয়নের গুরুত্ব তোলে ধরে।

গ) উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়টি বাংলাদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "উদ্দীপকের বিষয়টির স্বতন্ত্র যাত্রা আমাদের দেশে নতুন হলে ও এ বিষয়ের চিন্তা আলোচনা আরো প্রাচীন" তুমি কি একমত? মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করো।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

★Changing Society in India and Pakistan গ্রন্থের লেখক, নাজমুল করিম।

★ ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজ চিন্তার ইতিহাস, দুই হাজার বছরের পুরনো।

★The Imperial Gazetteer গ্রন্থের লেখক/ সম্পাদক, উইলিয়াম হান্টার।

★ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান যাত্রা শুরু করেছে ১৯৬৪ সালে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭০ সালে।

★" কামসূত্র" গ্রন্থের লেখক, বাৎস্যায়ন।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল:

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজে অন্য সবার সাথে মিলেমিশে বসবাস করে। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর সমাজ নেয়। মানুষ সমাজে বসবাস করতে যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হলো সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্ক ব্যাতিত দ্বন্দ্ব- সংঘাত দিয়ে একটি সমাজ কখনো কল্পনা করা যায় না। মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হয়। এতে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। এজন্যই বলা হয় " সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল"।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠায় ইউনেস্কোর ভূমিকা স্মরণীয়। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শুরু হয়।

★ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠায় ইউনেস্কোর ভূমিকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিকে সমাজবিজ্ঞান দর্শনের সাথে পড়ানো হতো। পরে ১৯৫০ সালে অধ্যাপক লেভি স্ট্রসসহ ইউনেস্কোর একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসে। তাঁরা বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খোলার সম্ভাবনা যাচাই করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে। পরে ১৯৫৫ সালে ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদল আরো একবার ঢাকায় আসে। এভাবে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা শুরু হয় । এ বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হলেন ইউনেস্কো বিশেষজ্ঞ ফরাসি নৃবিজ্ঞানী পেরী বেসাইনি।

অতএব উল্লিখিত আলোচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠায় ইউনেস্কোর ভূমিকা স্মরণীয়।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

বাংলাদেশে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের পথচলা নতুন হলেও সমাজ বিষয়ক চিন্তা ভাবনা অনেক পুরনো।

বাংলাদেশে সমাজচিন্তার ইতিহাস: ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এদেশের কবি সাহিত্যিক, পন্ডিতদের চিন্তা ভাবনা ও আলোচনায় বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ভারতীয় পন্ডিত কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র", বাৎস্যায়নের "কামসূত্র", আল বেরুনীর "ভারততত্ব", আবুল ফজলের "আইন- ই-আকবরি" ও "আকবরনামা", ইত্যাদি বই পড়লে এদেশের সমাজ, ইতিহাস, অর্থনীতি ও ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারা যায়। এছাড়াও মধ্যযুগীয় সাহিত্য দর্শন থেকে এদেশের মানুষের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে জানা যায়। আবার বিভিন্ন বিদেশী শাসক, পর্যটকদের লিখনি থেকে ও এদেশের মানুষের সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায়, এদেশের সমাজ যেমন প্রাচীন, তেমনি সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা ও পুরনো।।

বি:দ্র: আলোচ্য বিষয়গুলি মূল পাঠ্যবই বই থেকে নেয়া হয়েছে। তাই আরো ভালো প্রস্তুতির জন্য পাঠ্য বই পড়ে জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তরের প্রস্তুতি বাড়াতে হবে।।